AKASHVANI (Kolkata)
Regional News Unit
Date : 08-10-24
Time : 7-50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১/ RG Kar–এর ঘটনায় জুনিয়ার চিকিৎসকদের ১০ দফা দাবী পূরণ না হওয়ায়, ওই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৫০ জন সিনিয়ার চিকিৎসক আজ গণইস্তফা দিয়েছেন।

এদিকে ধর্মতলায় আন্দোলনরত চিকিৎসকরা ৭০ ঘন্টা পরেও আমরণ অনশন চালিয়ে যাছেন।

২/ অনশন ও চিকিৎসকদের গণইস্তফা–র মধ্যেই রাজ্য সরকার, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে আজ এক বৈঠক করেন।

৩/ দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে নাবালিকা খুনের তদন্তে রাজ্য সরকার 'সিট' গঠন করেছে। # এদিকে, নির্যাতিতা ছাত্রীর দেহ আজ দুপুরে পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে সমাহিত করা হয়।

৪/ শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ পঞ্চমী।

৫/ কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীকে আজ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে ভূষিত করা হলো।

****

RG Kar–এর ঘটনায় দাবী পূরণ না হওয়ায় ওই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ৫০ জন সিনিয়ার চিকিৎসক আজ গণইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তাকে চিঠি দিয়ে তাঁরা জানিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের সমস্ত দাবি পূরণে সরকার যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

একই কারণে RG Kar–এর চেস্ট ও অন্যান্য কয়েকটি বিভাগের চিকিৎসকরা'ও আগামীকাল গণইস্তফা-র কর্মসূচী নিয়েছেন। অনশনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকার অবিলম্বে তাদেরর সঙ্গে আলোচনায় না বসলে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতলের সিনিয়ার চিকিতসকরাও আগামীকাল গণইস্তফার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

পুজোর মধ্যে সিনিয়র চিকিৎসকদের গণইস্তফার এই সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। এদিকে, ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়ার ডক্টর্স ফ্রন্টের পক্ষ থেকে আজ বিকেলে RG Kar-এ এক সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। WBJDF-এর পক্ষে ডাক্তার কিঞ্জল নন্দ বলেন, সিনিয়ার চিকিৎসকদের গণিস্তফার পর বর্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর মানস বন্দ্যোপাধ্যায়কে নবান্নে ডেকে পাঠানো হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হলে তাঁরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

(বাইট- কিঞ্জল নন্দ)

****

দশ দফা দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন এবং তাদের সমর্থনে আর জি করের সিনিয়র ডাক্তারদের গণইস্তফার জেরে স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা তৈরির আশংকা দেখা দিয়েছে তাঁর প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার বৈঠকে বসেছে। মুখ্যসচিব

মনোজ পন্থ-এর পৌরহিত্যে নবান্নে এই বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম ছাড়াও রাজ্যের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবং বিভাগীয় প্রধানরা ভার্চুয়ালি উপস্থিত রয়েছেন।

আগেই জানানো হয়েছে, দাবি পূরণ না হওয়ায় আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৫০ জন সিনিয়র চিকিৎসক আজ গণ ইস্তফা দিয়েছেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য-শিক্ষা অধিকর্তাকে চিঠি দিয়ে তারা জানিয়েছেন, আন্দোলনকারীদের সমস্ত দাবি পূরণে সরকার যাতে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পুজোর মধ্যে সিনিয়র চিকিৎসকদের গণ ইস্তফার এই সিদ্ধান্তে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিঘ্নিত হতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে।

অন্যদিকে, ১০ দফা দাবিতে ধর্মতলায় আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকদের আমরণ অনশন কর্মসূচি প্রায় ৭০ ঘন্টা পেরিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টর ফ্রন্টের সাতজন প্রতিনিধি অনশন করছেন। এর জেরে একাধিক চিকিৎসক অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে খবর। আজ প্রতীকী অনশন করেন রাজ্যের সমস্ত সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সিনিয়র ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্য কর্মীরাও । জুনিয়র চিকিতসকদের সমর্থনে আজ জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস- এর তরফেও প্রতীকী অনশনের ডাক দেওয়া হয়।

অন্যদিকে, WBJDF আজ বিকেলে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিলের ডাক দিলেও কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুমতি মেলেনি বলে খবর। পুজোয় ভিড়ে যানজটের কারণ দেখিয়ে 'মহামিছিলে'র আবেদন খারিজ করা হচ্ছে বলে পুলিশের তরফে ই-মেল করে জানানো হয়। এরপরই মেডিক্যাল কলেজের ৬'নম্বর গেট থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মহামিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়।

আর জি কর কান্ডে সঠিক তদন্ত চেয়ে ডাক্তার-নার্সদের তিনটি সংগঠন আগামীকাল সিজিও কমপ্লেক্স অভিযানের ডাক দিয়েছে। সিবি আই- এর চার্জশীটে মাত্র একজনের নাম কেন রয়েছে সেই প্রশ্ন তুলে কেন্দ্রীয় সংস্থার দপ্তর অভিযানের সিদ্ধান্ত তাদের।

****

আন্দোলনরত জুনিয়ার চিকিৎসকদের প্রতি সহমর্মিতা জানাতে সিনিয়ার চিকিৎসকের একটি দল ধর্মতলায় অনশন মঞ্চে গিয়ে তাঁদের হাতে ২'লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন।

অ্যাসোসিয়েশন অফ চেস্ট ফিজিশিয়ান্স-এর প্রেসিডেন্ট ডক্টর অলোক গোপাল ঘোষাল সাংবাদিকদের বলেন-

****

RG Kar–এ নির্যাতিতার ন্যায় বিচারের দাবীতে তাঁর বাবা মা ও পরিবারের সদস্যরা আজ সন্ধ্যায় বাড়ির সামনে মঞ্চ বানিয়ে অবস্থানে বসেছেন। দশমী পর্যন্ত এই অবস্থান চলবে। মেয়ের স্মৃতিতে প্রদীপ জ্বালিয়ে নির্যাতিতার বাবা জানিয়েছেন, পুজোর ক'টা দিন তাঁরা সেখানেই কাটাবেন।

অনশনরত চিকিৎসকদের পাশে থাকার বার্তা দিয়ে তাঁরা বলেন, রাজ্য সরকারের উচিত, অবিলম্বে ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করা।

এরই মধ্যে বিজেপি নেতা সজল ঘোষ ও কৌস্তভ বাগচী আজ নির্যাতিতার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেন।

****

দশ দফা দাবিতে জুনিয়র চিকিৎসকদের অনশন ও তাদের সমর্থনে আর জি কর এর সিনিয়র চিকিৎসকদের গন ইস্তফার আবহে মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালগুলির বর্তমান অবস্থা নিয়ে রাজ্য সরকার আজ আরও এক দফায় বৈঠক করে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ গতকালের পরে আজও নবান্ন থেকে ভার্চুয়ালি রাজ্যের সব মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ও বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করেন। স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম ছাড়াও বৈঠকে আর জি কর এর নতুন অধ্যক্ষ মানস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু না জানানো হলেও হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও কলকাতা ছাড়া অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজগুলিতে রাত্তিরের সাথী প্রকল্পে চিকিৎসক ও চিকিৎসা কর্মীদের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তায় নেওয়া কাজের অগ্রগতি নিয়ে কথা হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

এদিকে আর জি কর, ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে এই প্রকল্পে সিসিটিভি বসানো, বিশ্রাম কক্ষের সংস্কার সহ প্রায় এক কোটি টাকার কাজের জন্যে পূর্ত দপ্তর দরপত্র ডেকেছে। ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন জমা নেওয়া হবে। ১৭ই অক্টোবর তা যাচাই করে দেখা হবে। যে সংস্থা বরাত পাবে তাকে সর্বোচ্চ চার মাসের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে বলে দরপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

****

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর এর মহিষমারী কৃপাখালি গ্রামে নাবালিকা খুনের তদন্তে 'স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম' বা সিট গঠন করল রাজ্য প্রশাসন।

রাজ্য পুলিশের এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার আজ এই সিট গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ৭ সদস্যের এই তদন্তকারী দলের নেতৃত্ব দেবেন বারুইপুরে পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালি।

****

দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে নির্যাতিতা ছাত্রীর দেহ আজ দুপুরে পরিবারের সদস্যদের সম্মতিতে সমাহিত করা হয়। গতরাতেই ময়নাতদন্তের পর মরদেহ কৃপাখালি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ রাতেই দেহ সত্কারের জন্য পরিবারকে চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তাতে তাঁরা রাজি হননি। সারারাত দেহ বাড়িতেই রাখা ছিল।

এদিকে, এই ঘটনায় জয়নগরের পরিস্থিতি আজও উত্তপ্ত। কুলতলীতে আজ নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বিচারের দাবীতে গ্রামবাসীরা গরানকাটিতে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন। সেই সময় বারুইপুরের SDPO সেখান দিয়ে মহিষমারি যাওয়ার পথে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। তাঁর গাড়ি ঘিরে ধরে বিচারের দাবিতে সরব হন এলাকাবাসী। গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন বিক্ষোভকারীরা। চালানো হয় ভাঙচুর, ছোঁড়া হয় জুতো। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে মহিষমারি যাওয়ার রাস্তা । পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

আজ বিকেল থেকে এলাকায় একাধিক প্রতিবাদ মিছিল বেরোয়।

উল্লেখ্য, ন'বছরের শিশু কন্যার খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

****

বীরভূমের সিউড়ির খয়রাশোল কয়লা খাদানে বিস্ফোরণে মৃতদের DNA টেস্টের জন্য নমুনা দুর্গাপুরে পাঠানো হচ্ছে। যদিও তাঁদের ময়না তদন্ত হয়েছে সিউড়ির সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালেই।

হাসপাতালের সুপার সুব্রত গড়াই জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত ৬'জনের মৃতদেহ শনাক্ত করা গেছে। বাকি দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। সরকারিভাবে ৬'জনের মৃত্যুর খবর জানানো হলেও, বেসরকারি মতে ও পরিবারের পক্ষ থেকে আরো দুজনের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবী করা হচ্ছে। এই DNA টেস্টের মাধ্যমেই তাঁদের শনাক্ত করার চেষ্টা চালানো হবে। রিপোর্ট পাওয়ার পরই পরিবারকে দেওয়া হবে আর্থিক সাহায্য।

****

শারদীয়া দুর্গোৎসবের আজ পঞ্চমী। তিথি অনুযায়ী অবশ্য পঞ্চমী শেষ হয়ে ষষ্ঠী শুরু হয়ে গেছে। আগামীকাল হবে আমন্ত্রণ ও অধিবাস।

একটি প্রতিবেদন- (ভিসি- অভিরূপ)

জেলার নামকরা মন্ডপগুলিতে'ও প্রতিমা দর্শনার্থীদের ঢল নেমেছে।

নিরাপত্তার কারণে বর্ধমান শহরের একটি মন্ডপে দর্শকদের প্রবেশ বন্ধ করে দিল পুলিশ প্রশাসন। বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের আদলে তৈরী এই মন্ডপটিতে প্রায় ২২ ফুট উঁচুতে প্রতিমা রাখা হয়েছিল। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে দর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু ভিড়ের চাপে সেখানে যেকোনো সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় দর্শনার্থীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল।

এদিকে, এই নির্দেশিকার প্রতিবাদে বর্ধমান দুর্গাপুজো সমন্বয় সমিতি পুজো কার্নিভাল বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। উদ্যোক্তাদের দাবী, মন্ডপ নির্মাণের সময় পূর্ত দপ্তরে ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা পর্যবেক্ষণ করে গেছেন। কিন্তু তারা কোনো আপত্তি করেননি। তারপরেও কেন এই নিষেধাজ্ঞা, সে নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুরসভার পক্ষ থেকে এবছরেও পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়েছে। আগামীকাল এই পরিক্রমা শুরু হবে বলে পুরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন খান জানিয়েছেন। এর ফলে এলাকার মানুষ বাড়িতে বসেই মন্ডপ-প্রতিমা দর্শন করতে পারবেন। সেরা পুজো কমিটিগুলির জন্য রয়েছে পুরস্কারের ব্যবস্থা।

****

কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন। নতুনদিল্লিতে আজ ৭০ তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রবীন এই অভিনেতাকে সম্মানিত করেন। মিঠুন চক্রবর্তীকে অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, অনবদ্য কাজের জন্যই চলচ্চিত্র জগতের সর্বোচ্চ সম্মান তাঁকে দেওয়া হল।

'কিশোর কুমার: দ্য আল্টিমেট বায়োগ্রাফি' বইটির জন্য গোল্ডেন লোটাস পুরস্কার পেয়েছেন অনিরুদ্ধ ভট্টাচার্য ও পার্থিব ধর।

এদিকে, বাংলায় শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান পেয়েছে কৌশিক গাঙ্গুলী পরিচালিত 'কাবেরী অন্তর্ধান'। এছাড়াও প্রোডাকশন ডিজাইনিং বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে অনীক দত্ত পরিচালিত ছবি 'অপরাজিত'।

সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে প্রীতম চক্রবর্তী এবং অরিজিৎ সিং, সেরা নেপথ্য কণ্ঠশিল্পীর পুরস্কার পেয়েছেন।
পুরস্কার গ্রহণ করে মিঠুন চক্রবর্তী বলেন- (বাইট- মিঠুন)

****

বাংলা, অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলাদের টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। চন্ডিগড়ে আজ গ্রুপ লিগ ম্যাচে বাংলা ১৪২ রানে অরুণাচল প্রদেশকে হারিয়ে দিয়েছে।

টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে গ্রুপ শীর্ষে থেকে বাংলা শেষ ৮-এ গেল।

****